11 JAN 2003

তারিখ ... JAN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই বিতরণ প্রসঙ্গে

সরকার দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বই বিতরণ কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ বই নতুন দেয়া হলেও ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর জন্য মোট ৬টির মধ্যে ৩টি নতুন এবং ৩টি পুরাতন বই বিতরণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। তাও আবার সম্মানিত অভিভাবককে বই ধারে গৃহীত হলো পাঠ শেষে ফেরত দেয়া হবে মর্মে প্রত্যয়নপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। তারপর তার সন্তানকে বই দেয়া হবে। পুরাতন বই ফেরত নেয়া এবং তা কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়া যে কত কঠিন তা একমাত্র প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণই বোঝেন। উপরন্তু ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলে তাদের কাছ থেকে বই ফেরত নেয়ার চিন্তা বাতুলতামাত্র। কারণ তারা অন্য স্কুলে চলে যায়। অথবা হাই স্কুলের সাথে সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী হলেও যেহেতু ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে সরকারী বই পাবার আশা নেই, সেইহেতু তারা শত চাপ দিলেও ৫ম শ্রেণীর বই ফেরত দিতে চায় না। যেখানে দেশে শত শত কোটি টাকা যত্রতত্র অপচয় হচ্ছে, সেখানে ঐ তিনটি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাকী আর ৩টি করে বই প্রদানে সরকারের আর কত টাকাইবা অতিরিক্ত লাগবে। একজন অভিভাবক ১২ মাস তার সন্তানের ভরণপোষণসহ অন্যান্য খাতে ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম হলে মাত্র তিনটি নতুন বই বড়জোর ২০.০০×৩=৬০.০০ টাকায় কিনতে পারবেন না, এমন তো নয়। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে নতুন বই হাতে পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য উৎসবের বিষয়। কিন্তু যখন তারা তিনটি পুরাতন বই হাতে পায় তখন সে উৎসব বিষাদে পরিণত হয়। অভিভাবকগণের অনেকেই মনে করেন যে, স্কুল কর্তৃপক্ষ হয়ত নতুন বই কালোবাজারে বিক্রি করে পুরাতন বই বিতরণ করছেন। এতে একদিকে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের প্রতি অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের বিরূপ ধারণা হয়। অপরদিকে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। তাই প্রাথমিক শাখায় অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন বই বিতরণ ব্যবস্থা চালুর জন্য দেশনেত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সবিনয় আবেদন রাখছি।

মোঃ আবদুর রশীদ সরকার,
প্রধানশিক্ষক, শের-ই-বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়,
মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা ১২১৭।